দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 10 JUL 2015
পৃষ্ঠা ৫ কলাম

মাসিক ১৫০ টাকা সম্মানীতে ২৮ বছর অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন

১২২ বছরেও বেতনের আওতায় আসেনি সংস্কৃত কলেজের শিক্ষক-কর্মচারী

■ মো. জামাল উদ্দিন, গৌরনদী (বরিশাল) সংবাদদাতা

গৌরনদীর বাকাই হরিগোবিন্দ সংস্কৃত কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষ নিখিল রায় চৌধুরীর মাসিক সম্মানী ভাতা মাত্র ১৪৯ টাকা ৫০ পয়সা। তাও তিনি প্রতিমাসে পাচ্ছেন না, পাচ্ছেন এক বছর পর একত্রে। এ সম্মানীতে তিনি দীর্ঘ ২৮ বছর যাবৎ কাজ করছেন। দেশের সবকটি সংস্কৃত কলেজ ও টোলের শিক্ষকরা এ বেতনে কাজ করলেও তাদের মানবেতর জীবনযাপনের বিষয়টি অধিকাংশ লোকের কাছে এখনো অজানা।

বাকাই হরিগোবিন্দ সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ নিখিল রায় চৌধুরী (৭০) জানান, আমাদের দেখলে লোকজন পণ্ডিত বলে সম্মান করলেও সরকার আমাদের সঙ্গে উপহাস করে আসছে। বর্তমানে একজন দিন মজুরকে দৈনিক ৩০০ থেকে ৪০০ টাকা মজুরি প্রদান করা হলেও আমাকে মাসে দেড়শ টাকা সম্মানী দেয়া হচ্ছে।

বাকাই গ্রামের বিখ্যাত পণ্ডিত হরিগোবিন্দ রায় চৌধুরী ১৮৯৩ সালে তার নিজস্ব ১ একর ১০ শতক জমির উপরে নিজ নামে প্রতিষ্ঠা করেন বাকাই হরিগোবিন্দ সংস্কৃত কলেজ। বর্তমানে এখানে পড়ানো হয় কাব্য, ব্যাকরণ, আয়ুর্বেদ শাস্ত্র, পুরাণ, পুরোহিত্য ও স্মৃতি শাস্ত্রসহ ছয়টি বিষয়ে। প্রত্যেক বিষয়ে তিন বছর মেয়াদি শিক্ষার্থীদের অধ্যয়ন করতে হয়। এই কলেজে অধ্যয়ন করে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জ্ঞানার্জন করে সম্মান সূচক ডিগ্রি গ্রহণ করেন অনেকে। যাদের নামের পূর্বে সম্মানের সাথে সংযুক্ত করা হয়- আচার্য, পণ্ডিত, শাস্ত্রবিদ ইত্যাদি। সেই পণ্ডিত আর শাস্ত্রবিদ তৈরির শিক্ষকরা হিন্দু সম্প্রদায়কে ধর্মীয় ও শাস্ত্রীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করলেও শিক্ষকদের ভাগ্যে জোটেনি রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা। বর্তমান সমাজে চরমভাবে অবহেলিত ও উপেক্ষিত এই সকল কলেজের শিক্ষকরা। ফলে অর্থনৈতিক দৈন্যদশার কারণে পরিবার পরিজন নিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছেন তারা।

কলেজ অধ্যক্ষ নিখিল রায় চৌধুরী আরো বলেন, সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে সংস্কৃত ও পালি শিক্ষা বোর্ডের আওতায় কলেজ পরিচালিত হচ্ছে। পালি বোর্ড ঢাকার কমলাপুরের বাসাবো বৌদ্ধ মন্দিরে অবস্থিত। কলেজগুলোতে অধ্যক্ষসহ, মাত্র তিনজন শিক্ষক ও এক জন অফিস সহকারী কর্মরত রয়েছেন। আর টোলগুলোতে দুই জন শিক্ষক ও এক জন অফিস সহকারী দিয়ে চলছে শিক্ষা ব্যবস্থা। বর্তমান শিক্ষা বর্ষে তার কলেজে দেড় শতাধিক শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নেবে। বরিশাল বিভাগের একমাত্র সংস্কৃত কলেজ হচ্ছে গৌরনদীর বাকাই হরিগোবিন্দ সংস্কৃত কলেজ। এছাড়া সারাদেশে মাত্র ১০টি সংস্কৃত কলেজ রয়েছে। তিনি জানান, সংস্কৃত কলেজের পাঠ্য বই পর্যন্ত বাজারে পাওয়া যায় না। পাঠ্য বই সংগ্রহ করতে হয় ভারত থেকে।

বাকাই হরিগোবিন্দ সংস্কৃত কলেজের গভর্নিং বডির বর্তমান সভাপতি ও অগ্রণী ব্যাংকের পরিচালক ব্যারিস্টার এডভোকেট বসরাম পোদ্দার বলেন, তাদের সম্মানী নিম্ন থেকে অত্যন্ত নিম্ন পর্যায়ে। সরকার সকল শিক্ষাকে যুগোপযোগী, আধুনিকায়ন ও বিজ্ঞান সম্মত করেছে। সরকার মাদ্রাসা শিক্ষা আধুনিকায়ন করে আলাদা বোর্ডের মাধ্যমে বেতন কাঠামো নির্ধারণ করেছে। দেশে সংস্কৃত কলেজগুলোর সংখ্যা খুব বেশি নয়। তাই তাদের জন্য সময়োপযোগী বেতন কাঠামো নির্ধারণ করে তাদের অমানবিক জীবন থেকে অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য তিনি সরকারের প্রতি দাবি জানান।